পবিত্র আত্মা

"তাঁহার শ্বাসে আকাশ পরিষ্কার হয়"

ইয়োব ঈশ্বরের প্রশংসা করেন *(ইয়োব ২৬:১৩)*

বাইবেল বেসিকস্ ঃ লিফলেট ৯

আত্মার জন্য হিব্রু ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, ইংরাজীতে সেটাকে "স্পিরিট" (Spirit) বলা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ "নিঃশ্বাস" বা "শক্তি"; আর এভাবে ঈশ্বরের "শক্তি বা ক্ষমতা" তাঁর "নিঃশ্বাসে", এটা ঈশ্বরের এক মহান শক্তি, যা তাঁর মনকে প্রতিফলিত করে। তবে এটি কখনই ঈশ্বর থেকে পৃথক কোন সত্ত্বা বা ব্যক্তি নয়।

বাইবেলের একটি সাধারণ শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ যা চিন্তা করে তা তার কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় (হিতোপদেশ ২৩:৭; মথি ১২:৩৪)। যে কোন চিন্তা অনুযায়ী যখন আমরা কোন কাজ করি তখন সেই কাজই চিন্তাটিকে স্বীকৃতি দান করে থাকে; তাছাড়া সব ক্ষেত্রেই আমরা প্রথমে চিন্তা করি তারপর সেই কাজটা করি ঈশ্বর নিজেও প্রথমে কোন বিষয়ে চিন্তা করেন এবং সেই অনুসারে কাজ করেন :

- "অবশ্যই, আমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, তদ্রূপ ঘটিবে; আমি যে মন্ত্রণা করিয়াছি, তাহা স্থির থাকিবে" (যিশাইয় ১৪:২৪)।

বাইবেলের অনেক পদেই ঈশ্বরের আত্মাকে তাঁর কাজের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। বিশ্বজগত সৃষ্টির সময়, "...ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল" (আদিপুস্তক ১:২-৩)। ঈশ্বরের আত্মার এমন ক্ষমতা বা শক্তি সম্পন্ন ছিল, যার মাধ্যমে সকল কাজই করা সম্ভব, যেমন, আলো সৃষ্টি করা হয়েছিল।

মথি ১২:২৮ ও লূক ১১:২০ পদ দু'টির তুলনা করলে দেখা যায় যে, "ঈশ্বরের আঙ্গুল" এবং "ঈশ্বরের আত্মা" বিষয় দু'টি সমান্তরাল – অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মা দ্বারাই তাঁর কাজ হয়। "আকাশমণ্ডল নির্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে" (গীতসংহিতা ৩৩:৬)। তাহলে ঈশ্বরের আত্মাকে বর্ণনা করা হয়েছে–

- তাঁর নিঃশ্বাস
- তাঁর বাক্য
- তাঁর আঙ্গুল
- তাঁর হাত

তাহলে আমরা দেখছি ঈশ্বরের আত্মা আসলে তাঁরই ক্ষমতা বা শক্তি, যার দ্বারা তিনি সবকাজ করে থাকেন। এই আত্মা আমাদেরকে ও সমগ্র সৃষ্টিকে দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা আমাদের জীবন প্রাণ বেঁচে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই শ্বাস ঃ প্রশ্বাস বা নিঃশ্বাস রয়েছে (আদিপুস্তক ৭:২২), যা আমাদের জন্মের সময় ঈশ্বর আমাদের মাঝে দিয়েছেন (গীতসংহিতা ১০৪:৩০; আদিপুস্তক ২:৭)। ঈশ্বরই আসল জীবনিশক্তি, যার দ্বারা সকল প্রাণী বেঁচে থাকে, তাঁর আত্মা প্রতিটি স্থানে উপস্থিত (গীতসংহিতা ১৩৯:২,৭,৯,১০ পদ)।

সত্য ঈশ্বর এবং তাঁর আত্মার মাধ্যমে সমস্ত স্থানে তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারটি যদি আমরা বুঝি সমগ্র জীবনের ধারণাই আমাদের পরিবর্তিত হবে। আমাদের চারপাশে তাঁর আত্মা বিরাজ করছে, তাঁর কাজ সবক্ষেত্রে তাঁর আত্মার উপস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে, যা আমাদের কাছে ঈশ্বরকে জীবন্তভাবে প্রকাশ করে।

পবিত্র আত্মার দান

ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজের জন্য মানুষকে তাঁর শক্তি বা ক্ষমতা (পবিত্র আত্মা) ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তবে তা কখনই "খোলা চেক বা ব্লাঙ্ক চেক" এর মত নয়। মানুষ যেটা বিশেষভাবে করতে চেয়েছে শুধু সেটি করার জন্য দেওয়া হয়েছে। আসলে নির্দিষ্ট একটি কাজ করার উদ্দেশ্যেই পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছে। এ জন্য সেই নির্ধারিত কাজ শেষ হবার পর পরই তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের আত্মা এমনভাবে কাজ করে যেন ঈশ্বরের মনে যে পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য আছে তা বাস্তবায়ন বা পূর্ণ করতে পারেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট একটি কাজ করার জন্যই সব সময় পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ–

- ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসের প্রথম দিকে উপাসনার বেদী ও অন্যান্য পবিত্র জিনিষপত্র রাখার জন্য একটু বড় ধরনের তাঁবু বা টেবারণ্যাকাল তৈরী করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এখানে কি কি জিনিষপত্র থাকবে, সেগুলি কিভাবে তৈরী করতে হবে – ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এ সব কাজ করার জন্য, ঈশ্বর তাঁর আত্মা নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে দান করেন –"আমি (ঈশ্বর) যাহাদিগকে বিজ্ঞতার আত্মায় পূর্ণ করিয়াছি..." (যাত্রাপুস্তক ২৮:৩)।

প্রথম শতাব্দীতে আত্মার দানের কারণসমূহ

ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কে যে সব নীতিমালা আমরা আগেই জেনেছি, এখন আমরা নূতন নিয়মের প্রথমদিকের সময়কালের ঈশ্বরের আত্মিক দান সম্পর্কে দেখব, যা প্রাথমিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা লাভ করেছিলেন (যেমন, প্রভু যীশু স্বর্গারোহনের পর পরই যে সব বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছিল)।

প্রেরিতদের কাছে যীশুর সর্বশেষ নির্দেশ ছিল, সারা পৃথিবীতে যাও ও সুসমাচার প্রচার করো (মার্ক ১৬:১৫-১৬)। প্রেরিতরা এ কাজটি করেছিলেন, খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে তাদের সব সুখবরগুলি প্রচারিত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, আজকে আমরা যে নূতন নিয়মটি দেখি সেটি ঐ সময় ছিল না। তারা হাট-বাজারের মোড়ে কিংবা সমাজগৃহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাসারতীয় যীশুর সম্পর্কে সাক্ষ্য তুলে ধরতেন, তাদের প্রচারের বক্তব্যগুলি সবই ছিল বাস্তব ঘটনা নির্ভর। যেমন তারা বলতেন, ইস্রায়েল দেশ থেকে আসা একজন খাঁটি মানুষ, তিনি পেশায় কাঠমিস্ত্রী, যিনি মারা গিয়েছিলেন এবং আবার তিনদিন পর জীবিত হয়ে ওঠেন, যার মাধ্যমে পুরাতন নিয়মের সমস্ত ভাববাণীগুলি পূর্ণতা লাভ করেছে। এরপর তারা বলেছেন, তিনিই আহ্বান করছেন তাঁর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার এবং তাঁকে অনুসরণ করবার জন্য, যেন তার উদাহরণগুলি দেখে সেই অনুসারে কাজ করতে পারে।

আমরা এই কারণে আজকের নূতন নিয়মে লেখা সমস্ত কথাগুলিকে যীশুর কাজ ও তাঁর মতবাদ বলে দাবী করতে পারি এ জন্য যে, এখানেই পরিষ্কারভাবে দাবী করা হয়েছে এ সব বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে; কিন্তু নূতন নিয়মের দিনগুলিতে ঈশ্বর তাদেরকে পবিত্র আত্মা ব্যবহার করতে দেন, যারা তাঁর বাক্য প্রচার-প্রকাশ করেন, যেন তাদের কথাগুলির সত্যতা যাচাই করতে পারে পবিত্র আত্মার শক্তি। জগতের দৃষ্টিকোন থেকে পবিত্র আত্মার দানের ব্যবহারের দিকগুলি ছিল সুনির্দিষ্ট। এই সময়ে লিখিত নূতন নিয়মের অনুপস্থিতি, প্রেরিতদের প্রচারের ফলে যে সব নতুন বিশ্বাসীদের জন্ম হয়েছিল তাদের বিশ্বাসে সঠিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পথকে বাধাগ্রস্থ করেছিল।

এ সব কারণে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মা বা পবিত্র আত্মার দান ব্যাপকভাবে বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করে :

- "তিনি ঊর্ধ্বে উঠিয়া বন্দিগণকে বন্দি করিলেন, মনুষ্যদিগকে নানা বর দান করিলেন... পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্যা কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে [বিশ্বাসীদেরকে] গাঁথিয়া তোলা হয়" (ইফিষীয় ৪:৮,১২ পদ)
- সুতরাং প্রেরিত পৌল রোমের বিশ্বাসীদের কাছে লিখলেন, "আমি তোমাদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন তোমাদিগকে এমন কোন আত্মিক বর প্রদান করি, যাহাতে তোমরা স্থিরীকৃত হও" (রোমীয় ১:১১)

সুসমাচার প্রচারের কাজগুলি নিশ্চিতভাবে কার্যকরী করার জন্য আত্মিক দানগুলির ব্যবহার সম্পর্কে আমরা পড়ি –

- "ঈশ্বরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, নানা চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ ও বহুরূপ পরাক্রম-কার্য" (ইব্রীয় ২:৪)।
- "তখন সেই ঘটনা [আশ্চর্য কাজ] দেখিয়া দেশাধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশে চমৎকৃত হইয়া বিশ্বাস করিলেন" (প্রেরিত ১৩:১২)।

প্রচার কাজের জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখনোর জন্যই প্রেতিদের কথাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে, এভাবে –

- "আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবর্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন।" (মার্ক ১৬:২০)

আত্মিক দান তুলে নেওয়া

বর্তমান এই বিশ্বকে পরিবর্তন করে "ঈশ্বরের রাজ্য" হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরের আত্মার এই আলৌকিক দানকে আবার ব্যবহার করা হবে। যীশু খ্রীষ্ট এ জগতে আবার ফিরে আসবার পর এটি ঘটবে। আর এ জন্য আত্মিক দান সমূহকে, "ভাবী যুগের নানা পরাক্রম" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ইব্রীয় ৬:৪ ,৫) এবং যোয়েল ২:২৬-২৯ পদে ইস্রায়েল জাতি অনুতপ্ত হবার পর পবিত্র আত্মার মহান মহান দান বর্ষিত হবার কথা বলা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসবার পর আত্মিক দান বিশ্বাসীদের উপর বর্ষিত হবার বিষয়টি যথেষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বর্তমানে তাদের কাছে এই শক্তি নেই। পবিত্র শাস্ত্রের কথা ও বর্তমান বিশ্বের চলমান ঘটনাবলীর দিকে স্বচ্ছভাবে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ানের কাছে যীশু খ্রীষ্টের ফিরে আসবার বিষয়টি অতি সন্নিকটে।

"আত্মিক দান" ব্যবহারে বাইবেলের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য সাধণের জন্য 'আত্মিক দান' দেওয়া হয়েছে এবং ঈশ্বরের সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবার পর ঈশ্বর আবার সেই আত্মিক দান উঠিয়ে নিয়েছেন।

- "প্রেম কখনও শেষ হয় না। কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, তাহার লোপ হইবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সেই সকল শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে। কেননা আমরা কতক অংশে জানি, এবং কতক অংশে ভাববাণী বলি; কিন্তু যাহা পূর্ণ তাহা আসিলে, যাহা অংশমাত্র তাহার লোপ হইবে" (১ম করিন্থীয় ১৩:৮-১০)।

বাইবেল পরিষ্কারভাবে বলে যে, আত্মিক দান অস্থায়ী বা ক্ষণকালের জন্য।

এ বিষয় আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে ইফিষীয় ৪:৮-১৪ পদগুলি। এই শাস্ত্রাংশে বলা হয়েছে, প্রথম শতাব্দীতে আত্মিক দান দেওয়া হয়েছিল অপেক্ষাকৃত খাঁটি বা নির্দোষ ও পরিপক্ক ব্যক্তিরা নেতৃত্বে আসার পর। আত্মিক দানগুলি পাবার পর সেগুলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গর্ব-অহংকার করলে সহজেই বোঝা যায় যে, যিনি ব্যবহার করছেন তার আত্মিক পরিপক্কতা আসেনি। পবিত্র আত্মার দান পাবার এই ধরনের ভাব প্রকাশ করা কখনই আত্মিক পরিপক্কতা লাভের চিহ্ন প্রকাশ করে না। এ সব বাক্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি পাঠকের বোঝার অগ্রগতির উপরই নির্ভর করে ঈশ্বরের এই লিখিত বাক্যগুলির গভীর অনুভূতিগুলি আত্মস্থ করবার ক্ষমতা। এই সমস্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের নিজস্ব সম্পূর্ণ প্রকাশ হবার বিষয়টি বুঝতে পারলে বিশ্বাসীদের আনন্দ হয় এবং আমরা সহজেই বিনম্রতায় তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্য হতে পারি।

২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদগুলি শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত বাক্যগুলির প্রতি বিশ্বস্ত সাড়াদানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের লোকেরা আরো বেশি 'নিখুঁত' আরো 'পূর্ণাঙ্গ' আরো 'পরিপক্ক' হতে পারে। সুতরাং প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এসে নূতন নিয়ম লেখার কাজ সম্পূর্ণ হবার পর পবিত্র আত্মার দানের আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আত্মিক দানগুলি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীকে "সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত" করার দায়িত্বগুলি পূর্ণ করার মূল উদ্দেশ্যটি অর্জন করতে পেরেছিল (ইফিষীয় ৪:৮)। বাইবেল সম্পূর্ণভাবে লিখিত হবার পরই মণ্ডলী পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করতে সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত হয়।

পবিত্র আত্মার দান পাবার বর্তমান দাবীসমূহ

যারা আজকে দাবী করেন যে, অলৌকিক সব কাজ করার জন্য আত্মিক দান পেয়েছেন তাদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। এভাবে যদি কেউ দাবী করেন যে, আত্মিক দানগুলি উঠিয়ে দেওয়া হয়নি, তাহলে তার বাস্তবতা এই দাড়ায় যে, নূতন নিয়মে পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কে যা দাবী করা হয়েছে তার সাথে মতপার্থক্য হবে। আবার পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কে আজকে যে সব ঘটনা ঘটছে তা প্রাথমিক মণ্ডলীর ঘটনাগুলি থেকে পৃথক।

বর্তমানে 'পরভাষায় কথা' বলার যে ধারা চলছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সাধারণত পরভাষার বক্তারা একই ধরনের শব্দ বার বার উচ্চারণ করছেন, যেমন, "লালা, লালা, লালা, শ্যামা, শ্যামা, যীশু যীশু" ইত্যাদি...। এগুলি আসলে কোন ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যখনই কোন ব্যক্তি ভিনদেশী কোন ভাষায় যখন কথা বলেন, তখন সহজেই বোঝা যায় যে তিনি নির্দিষ্ট কোন একটি ভাষায় কারো সাথে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ব্যবহার করে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করছেন, হয়ত তা আমরা নাও বুঝতে পারি। কিন্তু আজকে যারা পরভাষায় কথা বলছেন তাদের কথা দ্বারা কখনই বোঝা যায় না যে, তারা আসলে কি বোঝাতে চাইছেন, অন্যদিকে প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর নেতাদের মত আজকে কখনই তা নির্দিষ্ট কোন মণ্ডলী গড়ে তোলার কাজে তা ব্যবহার করা হচ্ছে না।

আজকে অনেক পেন্টিকষ্টাল ব্যক্তি দাবী করেন যে, পরভাষায় কথা বলার দ্বারা এই চিহ্ন প্রকাশ করা হয় যে যারা পরভাষায় কথা বলেন তারাই কেবল "পরিত্রাণপ্রাপ্ত" এবং তারাই পরভাষার প্রকৃত ভাষান্তর করতে সক্ষম। এ ধরনের দাবী প্রাথমিক মণ্ডলীর কাঠামোগত বর্ণনার সাথে গুরুতরভাবে অসংগতিপূর্ণ কারণ প্রাথমিক মণ্ডলীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আত্মিক দান লাভ করেন ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার জন্য। প্রত্যেকের দেহরূপ মণ্ডলীর হাত কিংবা পা হিসাবে ছিলেন না এবং এই কারণেই প্রত্যেকেই একই ধরনের আত্মিক দান লাভ করেননি, যেমন, পরভাষায় কথা বলা। ১ম করিন্থীয় ১২:১৭,২৭-৩০ পদে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়েছে।

পেন্টিকষ্টালদের পরভাষায় কথা বলা সম্পর্কিত দাবীর আর একটি সমস্যা হচ্ছে যে, যীশুর শিষ্য ফিলীপ শমরিয়া দেশে বহু লোককে ধর্মান্তরিত করেন, যেমন, যারা সুসমাচার স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন তাদেরকে জলে বাপ্তিস্ম দান করেন; কিন্তু তারা কোন আত্মিক দান লাভ করেননি; কারণ এই ঘটনার পর পরই পিতর ও যোহন তাদের কাছে আসেন।

- "পিতর ও যোহন ... তাঁহারা আসিয়া তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাহারা পবিত্র আত্মা পায়... প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মা দত্ত হইতেছেন..." (প্রেরিত ৮:৪-১৮)।

এইভাবে মাথায় হাত রেখে পবিত্র আত্মার দান একজন থেকে অন্যের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব, কিন্তু আজকে যারা আত্মিক দান লাভের বিষয়টি দাবী করছেন তারা এ কাজটি করছেন না তেমনভাবে। পৌল রোমীয় বিশ্বাসীদের মাঝে এই একটি বিশেষ কারণে যেতে চেয়েছিলেন যেন তাদের কাছে পবিত্র আত্মার দান দিয়ে আসতে পারেন (রোমীয় ১:১১, ইফিষীয় ৪:১২)। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, যারা পবিত্র আত্মার এই বিশেষ ক্ষমতাটি অন্যদের মাঝে হস্তান্তর করেছিলেন, তারা আর কখনই এভাবে হস্তান্তর করেননি। তবে এ ছাড়াও প্রার্থনার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার দান পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এ কথা অনুসারে, এবিষয়টি বোঝা কঠিন যে, কেন তাহলে পৌল পবিত্র আত্মার দান দেবার জন্য রোমীয় বিশ্বাসীদের কাছে তোলেন। এখানে একটি মাত্র উত্তর প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে, 'স্বয়ং প্রেরিতদের হাতে পবিত্র আত্মা লাভ করা'।

ব্যক্তিগত সাক্ষ্য

০১. একবার এক স্থানীয় মণ্ডলীর পরভাষায় কথা বলা সম্পর্কিত দাবী একটু যাচাই করে দেখা হল। ঘটনাটি এমন ছিল– স্থানীয় ঐ মণ্ডলীর একজন সদস্য ল্যাটিন ভাষায় একটি কবিতা মুখস্থ করলেন। উপাসনায় প্রার্থনার সময় যখন সকলে দাঁড়িয়ে পরভাষায় কথা বলতে লাগলেন, তখন তিনিও দাঁড়িয়ে ল্যাটিন ভাষার ঐ কবিতাটি আওড়াতে লাগলেন এবং তারই পরিচিত

একজন তার কথাগুলি অনুবাদ করে দিলেন এবং এই দাবী করলেন যে, এগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা বাক্য– আসলে এ সবই সাজানো ও মিথ্যা। ল্যাটিন ভাষার কবিতার অর্থ কখনো কি ঈশ্বরের বাণী হতে পারে!

০২. বিভিন্ন 'খ্রীষ্টিয়ান' দলের বিভিন্ন ব্যক্তিদের অদ্ভুত সব দাবী আমাকে সত্যি সত্যিই দিকভ্রান্ত করেছে, যেমন, তারা পবিত্র আত্মার নানা 'দান' লাভ করেছে, আবার দেখা যায় এই দান পাওয়া, ব্যবহার করা ইত্যাদি সম্পর্কে এক চার্চের সাথে অন্য চার্চের সাথে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। পোপ নিজেকে অব্যর্থ, অভ্রান্ত বলে দাবী করছেন এবং অন্যরা আবার পোপকে এ্যান্টিখ্রাইষ্ট বা খ্রীষ্টরা এবং স্বপক্ষত্যাগী বলে সমালোচনা করেন। নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা কখনই এমন সব বিভ্রান্তির কথা বলতে পারে না। কিন্তু এই সব মতপার্থক্য ও বিভ্রান্তি অবশ্যই আছে এবং এ কারণে আমরা আমাদের চারপাশে এত সংখ্যক পরস্পর বিরোধী মতবাদগত মণ্ডলী দেখতে পাই, যদিও বাইবেল মাত্র একটি ও অখন্ড। এ সমস্ত বিষয়গুলি থেকে আমার এই নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, পবিত্র আত্মার দান পাওয়ার দাবীগুলি একেবারে অমূলক। পবিত্র আত্মার দানগুলি পাওয়ার কথা বলে তারা দাবী করেন যে, যারা 'অনুভব' করেন যে পবিত্র আত্মার দান পেয়েছেন তারা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে 'সুস্থতা' লাভ করেছেন। এরপর আমি এমন কয়েকজন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি যারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেন, বাইবেল অস্বীকার করেন এবং এমনকি তারা নিরীশ্বর বাদী এবং তারা আরও দাবী করেন যে, তারা এমনিতেই কিছু "অলৌকিক" সুস্থতা দানে সক্ষম হয়েছেন, এখানে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ক্ষমতার কোন হাত ছিল না। সুতরাং কিভাবে আমি পবিত্র আত্মার দানের এমনসব দাবী গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারি ?

এতএব, বাইবেল ভালোভাবে পড়াশোনা করে বোঝা ও 'অলৌকিক' কাজ হিসাবে চিহ্নিত প্রথম শতাব্দীর পবিত্র আত্মার দানের অলৌকিক কাজগুলির সাথে তুলনা করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আজকে পবিত্র আত্মার দান পাবার ফলে অলৌকিক কাজ করার যে সব দাবী করা হচ্ছে তার কোন মিল নেই। বাইবেলের বর্ণনায় যে সব অলৌকিক কাজ, সেগুলি তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেছে। মানসীক ও দৈহিক উভয় ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে, মৃত ব্যক্তিরা পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছেন, জীবনে কখনই শোনেননি বা শেখেন নি এমন সব অজানা ভাষায় প্রেরিতরা কথা বলেছেন ও তা তখনই তারা অনুবাদ করেছেন। ঠিক এমন আশ্চর্য্যজনক পরভাষায় কথা বলার ঘটনা আজকে ঘটতে পারে না। সুতরাং এ কারণেই প্রাথমিক মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছে, আজকে সেগুলি সম্ভব নয়।

প্রশ্নাবলী — পবিত্র আত্মা

১। পবিত্র আত্মার জন্য হিব্রু ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, ইংরাজীতে সেটাকে কি বলা হয়?

২। হিব্রু ভাষায় ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?

৩। পবিত্র আত্মা এটি কি কখনই ঈশ্বর থেকে পৃথক কোন সত্বা বা ব্যক্তি ?

৪। ঈশ্বর যে কাজ করেন তার প্রথমে তাকে কি করতে হয় ?

৫। যিশাইয় ১৪:২৪ পদ অনুযায়ী সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু শপথ করে কি বলেছেন ?

৬। মথি ১২:২৮ ও লূক ১১:২০ পদ দু'টির তুলনা করলে দেখা যায় যে, "ঈশ্বরের আঙ্গুল" এবং "ঈশ্বরের আত্মা" এর দ্বারা ঈশ্বর কি করে থাকেন ?

৭। আমাদের চারিপাশে ঈশ্বরের আত্মা বিরাজ করছে এবং কি সাক্ষ্য দিচ্ছে ও কাকে জীবন্তভাবে প্রকাশ করছে ?

৮। ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজের জন্য মানুষকে কি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন ?

৯। আসলে পবিত্র আত্মার দান কেন দেওয়া হয়েছে ?

১০। পবিত্র আত্মার দানের নির্ধারিত কাজ শেষ হওয়ার পর এর কি হয় ?

১১। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট একটি কাজ করার জন্যই সব সময় পবিত্র আত্মাকে কি দেওয়া হয়েছে ?

১২। পুরাতন নিয়মে যাত্রাপুস্তক ২৮:৩ পদ অনুযায়ী ঈশ্বর কাদেরকে পবিত্র আত্মা দিয়ে কি কাজ করিয়েছেন ?

১৩। নূতন নিয়মের প্রথমদিকের সময়কালে প্রাথমিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা কখন পবিত্র আত্মার দান পেয়েছিলো ?

১৪। প্রেরিতদের কাছে যীশুর সর্বশেষ নির্দেশ কি ছিল ?

১৫। প্রেরিতরা হাট বাজারের মোড়ে কিংবা সমাজগৃহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কার সাক্ষ্য তুলে ধরতেন ? তাদের প্রচারের বক্তব্যগুলি কেমন ছিল ?

১৬। পবিত্র শাস্ত্রে ইফিষীয় ৪:৮,১২ পদে লেখা আছে যীশু যখন স্বর্গে উঠিলেন, তখন বন্দীদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন, আর তিনি লোকদের অনেক দানও দিলেন সেই দান কি ? এবং এর দ্বারা কি হলো ?

১৭। রোমীয় ১:১১ পদ অনুযায়ী প্রেরিত পৌল রোমের বিশ্বাসীদের কাছে কি লিখলেন ?

১৮। মার্ক ১৬:২০ পদ অনুযায়ী প্রভু তাদের অর্থাৎ প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে তাদের সংগে কাজ করতে থাকলেন কিভাবে ?

১৯। পবিত্র শাস্ত্রের কথা ও বর্তমান বিশ্বের চলমান ঘটনাবলীর দিকে স্বচ্ছভাবে দৃষ্টি দিলে কি বোঝা যায়?

২০। "আত্মিক দান" ব্যবহারে বাইবেলের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে কি দেখা যায় ?

২১। ১ম করিন্থীয় ১৩:৮-১০ পদ অনুযায়ী পবিত্র আত্মার দান কি কি লোপ হইবে ও শেষ হইবে বলে উলেখ আছে ?

২২। বাইবেল পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কি বলে ?

২৩। প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এসে নূতন নিয়ম লেখার কাজ সম্পূর্ণ হবার পর কি পবিত্র আত্মার দানের প্রয়োজন ছিল ?

২৪। পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কে আজকে যে সব ঘটনা ঘটছে তা কি প্রাথমিক মণ্ডলীর ঘটনাগুলির সাথে মিল থাকছে ?

২৫। বর্তমানে "পরভাষার কথা" বলার যে ধারা চলছে তাতে কি দেখা যাচ্ছে ?

২৬। আজকে যারা পরভাষায় কথা বলছেন, তারা আসলে কি বোঝাতে চাইছেন ? প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর নেতাদের মত কি তারা নির্দিষ্ট কোন মণ্ডলী গড়ে তোলার কাজে তা ব্যবহার করছেন ?

২৭। আজকে অনেক ব্যক্তি দাবীকরেন কেবল তারাই "পরিত্রাণ প্রাপ্ত" এবং তারাই পরভাষার প্রকৃত ভাষান্তর করতে সক্ষম। এ ধরনের দাবী প্রাথমিক মণ্ডলীর কাঠামোগত বর্ণনার সাথে গুরুতরভাবে অসংগতিপূর্ণ তার কারণ কি ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

The Holy Spirit

Bible Basics Leaflet 9

Published by: Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA England.